দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUN. 1 0 1999
পৃঃ ৩ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের সংকট ॥ লেখাপড়া বিঘ্নিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ শ্রেণী কক্ষের সংকট প্রকট আকার ধারণ করায় ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। ক্লাসের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়াইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। আবার অনেক সময় কক্ষ ফাঁকা না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ ক্লাশসমূহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর বয়স ১৪ বছর পার হইলেও আজ অবধি শুধু বিজ্ঞান অনুষদের জন্য একটি পৃথক অনুষদ ভবন নির্মিত হইয়াছে। এই ভবনে উক্ত অনুষদের ৬টি বিভাগের ১৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়া কার্যক্রম চলিতেছে। ইহাছাড়া বাকি ৪টি অনুষদের ১২টি বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম চলিতেছে অপর একটি অনুষদ ভবনে। এই ভবনটি শরীয়াহ অনুষদের তিনটি বিভাগের জন্য বরাদ্দ থাকিলেও এখানে মোট ১২টি বিভাগের কার্যক্রম চলিতেছে।

কক্ষের অভাবে "সিডিউল" মোতাবেক কখনই ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে একেকটি কোর্স শেষ করিতে দ্বিগুণ-তিনগুণ সময় লাগিয়া যাইতেছে। ইহাতে এক বছরের কোর্স শেষ হইতে সময় লাগিতেছে প্রায় দুই হইতে আড়াই বছর। সেই সাথে সিনিয়র শিক্ষকদের ক্লাস গ্রহণে গাফিলতিসহ নানা কারণে সেশনজট ক্রমেই ভয়াবহ আকার লইতেছে। প্রসঙ্গতঃ ১৯৯২-৯৩ সেশনে ভর্তি হইয়া দীর্ঘ সাত বছরেও চার বছরের শিক্ষা কার্যক্রম শেষ

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩য় পৃঃ পর)

করিতে পারে নাই এই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ৬টি বিভাগের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ অপরিহার্য হইলেও এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নাই। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের জন্য ভবন নির্মাণ করা হইতেছে। কিন্তু যথাসময়ে সেই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় শ্রেণী-কক্ষ সংকট ক্রমেই প্রকট হইতে প্রকটতর হইতেছে।

একটি অনুষদ ভবনে ১২টি বিভাগের ক্লাস গ্রহণ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস, বিভাগীয় অফিস, ডীন অফিস, সেমিনার কক্ষ, পরীক্ষা গ্রহণের কক্ষ, নামাজের স্থান, শিক্ষক লাউঞ্জ, ক্রীড়া অফিসসহ বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম চালু থাকায় মূল শিক্ষক কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। ফলে সুস্থ ও নিরিবিলি পরিবেশে ক্লাস অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী দীর্ঘদিন ধরিয়া উপেক্ষিত রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় সেশনজট হ্রাস এবং সঠিক পন্থায় উপযোগী পরিবেশে লেখাপড়া অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রতিটি অনুষদের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।